

1226 - চাঁদ দেখেই ধর্তব্য; জ্যোত্ববিদিদরে হিসাব-নকিশ নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এখানে মুসলমি আলমেদরে মধ্যে রমযানে রেযার শুরু ও ঈদুল ফতির নরিধারণ নিয়ে চরম মতভদে। তাদরে মধ্যে কটে “চাঁদ দেখে রেযা রাখ ও চাঁদ দেখে রেযা ভাঙ” এ হাদসি রে উপর নরিভর করে চাঁদ দেখকে ধর্তব্য মনে করেন। আর কটে আছেন তারা জ্যোত্ববিদিদরে মতামত রে উপর নরিভর করেন। তারা বলেন: বর্তমানে জ্যোত্ববিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার সর্বোচ্চ শখিরে পৌঁছে গেছেন; তাদরে পক্ষে চন্দ্র মাস রে শুরু জানা সম্ভব। এ মাসযালায় সঠকি রায় কোনটি?

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

সঠকি অভমিত হচ্ছে, য়ে অভমিত রে ভিত্তিতে আমল করা কর্তব্য তা হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রে বাণী: “তোমরা চাঁদ দেখে রেযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রেযা ভাঙ” যা প্রমাণ করছে তার ভিত্তিতে আমল করা। অর্থাৎ চরমচেখে চাঁদ দেখে রমযান মাস শুরু করা ও রমযান মাস শেষে করা। কেননা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে য়ে শরযিত বা অনুশাসন দযি পাঠানো হয়েছে সেটো কয়ামত পর্যন্ত শ্বাশত ও অব্যাহত থাকবে। ইসলামী শরযিত সর্বকাল ও সর্বযুগ রে জন্য উপযোগী। হোক না, জাগতকি জ্ঞান অগ্রসর হোক; কথিবা অনগ্রসর থাকুক। হোক না যন্ত্রপাতি পাওয়া যাক; কথিবা না পাওয়া যাক। হোক না কোন দশে জ্যোত্ববিদযায় পারদর্শী বজ্ঞানী থাকুক কথিবা না থাকুক। পৃথিবীর সর্বকাল রে, সর্বস্থানে মানুষ চাঁদ দেখে আমল করার সাধ্য রাখে। কন্তু, জ্যোত্ববিদযায় পারদর্শী ব্যক্তি কথোও পাওয়া যতে পারে; আবার কথোও পাওয়া যাবে না। যন্ত্রপাতি হযতো কথোও পাওয়া যাবে; আবার হযতো কথোও পাওয়া যাবে না।

দুই:

জ্যোত্ববিজ্ঞান কথিবা অন্যান্য বজ্ঞানে য়ে বকিশ ঘটছে কথিবা ভবিষ্যতে ঘটবে নশিচয় আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে জ্ঞাত আছেন। তা সত্ববেও আল্লাহ তাআলা বলেন: সুতরাং তোমাদ রে মাঝে য়েব্যক্তি এই মাসপাবসে য়েরেজাপালন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করে।”[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫] এ বধিনকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভাষায় ব্যাখ্যা করছেন যে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ; চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ”[আল-হাদিস]। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানরে রোযা শুরু করা ও রোযা ভাঙ করাকে চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করছেন। নক্ষত্ররে হিসাবরে সাথে মাস গণনাকে সম্পৃক্ত করেননি। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অচিরেই নক্ষত্ররে হিসাব ও বচিরণরে জ্ঞানে এগিয়ে যাবনে। তাই মুসলমানদরে কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর রাসূলে মুখনিস্ত যে বধিন আল্লাহ দয়িছেন সটোকে গ্রহণ করা। তা হচ্ছে- চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা রাখা ও রোযা ভাঙা। এটি আলমেদরে ইজমার পরযায়। যে ব্যক্তি এ অভমিতরে বপিক্ষে গয়ি নক্ষত্র গণনার উপর নরিভর করবে তার অভমিটটি অসমর্থতি; এর উপর নরিভর করা যাবে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।